রহস্য ইতিহাস।

প্রথম ভাগ।

যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। ১

কোন এক দেশে এক জন ওমরায়ের বিবাহ হইবেক বলিয়া বড় এক "খানা" প্রস্তুত হইতে ছিল। খানার জন্যে সকল জিনীস পত্র পাওয়া যায়, কিন্তু মাছ পাওয়া যায় না, তাহার কারণ, পূর্ব্ব দিবসের রাত্রে বড় ঝড় বৃষ্টি হইয়াছিল, এই নিমিত্তে জেলেরা মাছ ধরিতে পারে নাই। দিনের বেলা এক জন মেছো এক ঝুড়ি মাছ বেচিতে আনে। মাছ দেখিবা মাত্র ওমরায়ের পরিবারের সকল লোক বড় খুসি হয়। ওমরাও আপনি খুসি হন। তিনি মেছোকে ডাকিয়া বলেন,—তুই কি দাম নিবি বল, তুই যে

দাম দিব। মেছো উত্তর দেয়,—মহাশয় আমাকে একশ ঘা কোড়া মারিতে হুকুম দেন, এই মাছের দাম, একশ ঘা কোড়া বই আর কিছু লইব না। এ কথা শুনিয়া ওমরা বড় চমৎকৃত হন, কিন্তু মেছো জেদ করিয়া বলে,—আমার এক কথা বই দুই কথা নয়, আমি যে দাম চাহিয়াছি তাহাই লইব, অন্য কোন দাম লইব না। মেছোর জেদাজেদি দেখিয়া ওমরা বলেন,—তুই বেটা বড় মস্করামির লোক, আচ্ছা, আস্তে আস্তে তোর পিঠে একশ ঘা কোড়া মারিব, পরে মাছের জন্যে বেশি দাম দিব। এই সকল কথা বলিয়া ওমরা এক জন চাকরকে হুকুম দেন,—মেছো-কে একশ ঘা কোড়া আস্তে আস্তে মার্! মেছো পঞ্চাশ ঘা কোড়া খাইয়া বলে,—মহাশয়, আর আমাকে মারিবেন না, মাছের দামের আর এক জন ভাগীদার আছে, আমি অর্দ্ধেক দাম লইলাম, তাহাকেও অর্দ্ধেক দাম

[illegible]উত্তর দেন,—তোর মতন কি

[illegible] আচ্ছা, তাহাকে

ডাক, সে অর্দ্ধেক দাম নিক্। মেছো বলে,—মহাশয়, সে লোকটা আপনার ফটকের কাছে দাঁড়াইয়া আছে, সে আপনার দরওয়ান। দরওয়ানকে মাছের অর্দ্ধেক দাম দিতে কবুল করিলে সে আমাকে আপনার বাড়ীর ভিতর আসিতে দেয়। ওমরা কহেন,—এতো বেস কথা, দরওয়ান্‌কে ডাক্, সেও আপনার কবুল ক্রমে মাছের দাম নিক্। এই বলিয়া ওমরা দরওয়ানকে ডাকাইয়া পিঠের কাপড় চোপড় খুলিয়া পঞ্চাশ ঘা কোড়া খুব জোরে মারিতে হুকুম দেন। মার খাইলে পর দরওয়ানের জওয়াব হয়, আর মেছো ওমরায়ের নিকটে অনেক বকশিস পাইয়া আহ্লাদ মনে ঘরে চলিয়া যায়। [illegible]

ভদ্র স্ত্রী প্রাণ দিয়া স্বামীকে বাঁচাইয়া রাখেন।

অনেক বৎসর হইল ফরাসী দেশের এক জন ওমরা লড়াই করিতে যান। সে সময়

কামান কি বন্দুক ছিল না; লোক জনে ধনুক তীর লইয়া লড়াই করিত। তীরে বিষ লাগান থাকিত। বিষওয়ালা তীর কাহার গায়ে লাগিলে সে প্রায় বাঁচিত না। লড়াইয়ের সময়ে পূর্ব্বোক্ত ওমরায়ের গায়ে একটা বিষ-ওয়ালা তীর লাগে। চাকরেরা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ডুলি করিয়া বাড়ী লইয়া যায়। ডাক্তরেরা তীরের ঘা দেখিয়া বলেন,—যদি কেহ ঘায়ে মুখ দিয়া বিষটা চুষিয়া লইতে পারে তবে ওমরা রক্ষা পাইবেন তাহা না হইলে পাইবেন না; আর যে ব্যক্তি ঘা চুষিবেক সে মরিয়া যাইবেক, ডাক্তর-দিগের বিধি শুনিয়া ওমরা কহেন,—আমি মরিয়া যাই ক্ষতি কি, বরং ভাল। দেখ যেন আমার ঘা কেহই চুষে না, পরকে মেরে আপ-নার প্রাণ বাঁচান বড় নিষ্ঠুর কর্ম্ম বলিতে হইবেক। এই সকল কথা বলিয়া ওমরা ঘুমিয়া পড়েন। সে সময়ে ওমরায়ের পত্নী মনে ভাবেন,—স্বামী ঘুমচ্ছেন, এই বেস সময়। এক্ষণে আমি তাঁহার কাছে আস্তে আস্তে

কচ্ছপের খোলা খানা প্রভৃতি যাহা কিছু ছিল সকলই বিক্রয় করিয়া এক খানা পাঁজি ও রাশিচক্র আঁকা এক খানা কাগজ কিনিয়া লইয়া পথে২ "আমি বড় গণক, চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, সকলের বিষয় জানি, ও ভবিষ্যৎ গণিয়া বলিতে পারি" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করতঃ এক হাটে গিয়া দাঁড়াইল।

একে একে [illegible] জন একত্র হইয়া রহস্য দেখিবার জন্যে তাহাকে ঘেরিল। তাহাদের মধ্যে কেহ বলিতে লাগিল, "হাঁরে অহমদ্! তোরে যে সদা সর্ব্বদা জুতা সেলাই করিতে দেখিতাম; তুই কি পাগল হইয়া অবধি এ বিদ্যা শিখিয়াছিস্;" কেহ বা বলিল, "হাঁরে তোর কি এ অবধি নীচে দৃষ্টি করা ঘুচিল? এখন দেখিতে হইলে তোকে উপর পানেই দেখিতে হইবেক বোধ হয়।" এই রূপ উপহাস, বিদ্রূপ, অনেকেই করিতে লাগিল। অহমদ্ সমুদায় সহ্য করিয়া দণ্ডায়মান আছে।

ঘটনা ক্রমে ঐ দেশের এক জন সনি বনিকের নিকটে রাজার রক্ষিত এক খানি পদ্মরাগ

মনি হারাইয়াছিল বনিক্ দৈবাৎ সেখানে আসিয়া ভীড় দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসিল। ইহাতে এক জন কহিল; "সেই অহমদ্ মুচি গো, মহাশয়।" শুনিবামাত্র মনি বনিক্ তথায় গিয়া তাহাকে কহিল; "ওহে বাপু, যদি তুমি গণিতে পার, তাহা হইলে আমার এক খানি চুনি হারাইয়াছে গণিয়া বল। পাইলে দুই শত খান মোহর পারিতোষিক দিব, নহিলে তোমার প্রাণ লইয়া টানা টানি হইবেক [illegible]"

এই কথাতে অহমদের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল; করে কি? সে ক্ষণঃকাল নিশ্চল নিস্পন্দ হইয়া মনেং ভাবিতে লাগিল,—হায় যাহাকে আমি এত ভাল বাসিতাম, তাহা হই তেই আমাকে এই বিপদে পড়িতে হইল অনন্তর উচ্চৈস্বরে কহিল "রে স্ত্রী লোক, ভাল ভাল, তোর মনে এই ছিল; যত্নের ধন হইয়ে বিষ বৃক্ষ হইতেও মারাত্মক ভয়ানক হইল?"

এখানে মনি বনিকের স্ত্রীর সহিত অপ্রণয় ছিল এ প্রযুক্ত তাহার স্ত্রী তাহাকে দণ্ডি

রিবার অভিপ্রায়ে ঐ চুনি খানি লইয়া
লুকাইয়া রাখিয়াছিল। মনি বনিক্ লোক
মুখে গণকের আগমনের কথা শুনিয়া তন্নিকটে
খন গণাইতে আইসে তখন তাহার স্ত্রী
জানিতে পারিয়া তাহার পশ্চাতে এক দাসীকে
তত্ত্বানুসন্ধান করিতে পাঠাইয়াছিল, দাসীও
দনুসারে তখন সেখানে উপস্থিত ছিল ও
হম্মদ্কে এক জন স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বিষ
ক্ষের সহিত তুলনা করিতে শুনিয়া মনেং
রিল, তবেতো এ সকলি টের পাইয়াছে অত-
এ কথা স্বামিনীকে জানান উচিত। অনন্তর
ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গিয়া তাহার স্বামিনীকে
হিল, "আর দেখ কি, এক জন হতভাগা
ণক কোথা হইতে আসিয়া তোমাকেই প্রকাশ
রিল; আমি তাহাকে প্রশ্নের উত্তর করিতে
নিয়া আইলাম।"

মনিকারের পত্নী শুনিবামাত্র বিস্ময়াপন্না হই-
আস্তে ব্যাস্তে অহম্মদের অনুসন্ধানে বাহির
ল, ও তাহাকে কোন স্থানে একাকী দেখিতে
ইয়া তাহাকে অনেক বিনতি করিয়া কহিল,

"রক্ষা কর গণক ঠাকুর, আমি আদ্যোপান্ত স্বীকার করিয়া কহিতেছি; আমার মান, প্রাণ, যাহাতে থাকে তাহার উপায় কর।"

অহমদ্ সবিস্ময় হর্ষে জিজ্ঞাসিল, "তু আমার কাছে কি স্বীকার করিবে?"

মনিকারিণী কহিল, "আঃ, তুমি আ মার সকল কথা জানিয়াছ! আমার স্বামী আমাকে দেখিতে পারে না; মারিপিঠ করে গালাগালি দেয়, বলিয়া স্বাধীনতায় আপনার গ্রাসাচ্ছাদন নিষ্পত্তি করিবার জন্য আমি চুনি খানি চুরি করিয়াছিলাম; আর এই ম উপলক্ষে রাজ দণ্ডে তাহার প্রাণ দণ্ড ইহাও আমার মনের কথা; সে যাহা হউ ঠাকুর! এক্ষণে আমার প্রতি দয়া করি আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন, এ দাসী তা তেই প্রস্তুত আছে।"

অহমদ্ তখন গম্ভীর হইয়া কহিল, " বলিয তুমি স্ত্রী লোক! ভাগ্যে ভাগ্যে যে আ কাছে আসিয়া তুমি সকল স্বীকার ক আমার দয়া চাহিলে এই তোমার

এখন শীঘ্র বাটী গিয়া আপনার স্বামীর বালি-
সের নীচে এই চুনি খানি রাখ; আর তোমার
কিছু ভয় নাই।” এ কথায় সে বিদায় হইলে
পর অহমদ মনি বণিকের নিকটে উপনীত হইয়া
কহিল, “গণিয়া দেখিলাম তোমার বালিশের
নীচে সেই চুনি খানি আছে।” জহরি ইহাতে
বিশ্বাস না করিয়াও শয়নাগারে গিয়া দেখিল
মনি খানি সেই স্থানে আছে। প্রাপ্তি মাত্র
মনিকার অহমদের নিকটে আসিয়া ;—“তুমি
আমার এ যাত্রা প্রাণ রক্ষা করিলে; আজি
অবধি জানিলাম তুমিই এক্ষণকার প্রধান
জ্যোতিষবেত্তা।” বলিয়া যথেষ্ট সমাদর পূর্ব্বক
প্রতিশ্রুত শত স্বর্ণ মুদ্রা তাহাকে পুর-
স্কার দিল।

এ সকল প্রশংসা ও পুরস্কারে অহমদের
আমোদের লেশমাত্র হইল না। ইহাতে সে
“এ ভালে আমোদ করিব কি ধর্ম্মে ধর্ম্মে যে
আমার এ যাত্রা প্রাণ রক্ষা হইল এই ভালই
পরম লাভ” বোধ করিয়া পরমেশ্বরকে ধন্য-

বাদ দিতে দিতে বাটীতে প্রত্যাগমন করিল। তাহার স্ত্রী সত্বরে নিকটে আগমন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিল, "কহ গণক মহাশয়! কি হইল?" অহমদ্ মুখ ভার করিয়া কহিল, "দুই শত খান মোহর; সে যাহা হউক, তুমি এ সকল লও; আজি অবধি আমাকে আর এমত প্রাণসংশয় ব্যাপারে ফেলিও না।" সেতার তাহা দেখিয়া বিবেচনা করিল, ইহাতে আমি এখন এক প্রকারে প্রধান গণকের স্ত্রীর সমান হইলেও হইতে পারি। অনন্তর সে কহিল, "প্রিয়তমে স্বামিন! সাহস কর, এ তোমার সদ্ব্যবসায়ে প্রথম পরিশ্রমের ধন। ক্রমাগত এই ব্যবসা চালাইতে ২ কালে আমরা ধনী ও সুখী হইতে পারিব।" অহমদ্ অনেক ক... কুক্তি ও বিনতি করিতে লাগিল, কিন্তু সে তাহাতে পূর্ব্ববৎ ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল; "বুঝা গিয়াছে, তোমার যত ভাল বাসা, আজি অবধি তোমায় আমায় হইল।" অহমদ্ কয়ে কি পুনঃ সেইরূপ করিতে সম্মত হইল; ও পরদিন পূর্ব্ববৎ পাঁজি পু

লইয়া পথে ২ চীৎকার করিতে ২ চলিল। লোক সকলও তদ্রূপ একত্রে তাহাকে ঘেরিল, কিন্তু সে দিন তাহার তাদৃশী জ্যোতিজ্ঞ রূপে খ্যাতি প্রতিপত্তি প্রচার হওয়াতে সকলের মনে ২ অত্যন্ত বিস্ময় হইয়াছিল; এক্ষণ কেহই কিছু আর পরিহাসের কথা কহে নাই; এমত সময়ে ঐ স্থান দিয়া একটী স্ত্রী ঘোমটা দিয়া চলিয়া যায়, ক্ষণকাল পূর্ব্বে তাহার গলার হার, ও কর্ণের কুণ্ডল হারাইয়াছিল। সে ঐ গণকের কথা শুনিয়া তথায় গিয়া গণককে কহিল; "আমার হার ও কুণ্ডল হারাইয়াছে, যদি গণিয়া বলিতে পার, পঞ্চাশৎ মোহর পুরস্কার পাইবে।" ইহাতে সে হতজ্ঞান-প্রায় অধোমুখে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল, বুঝি এইবার আমার মূর্খতা প্রকাশ হয়।" স্ত্রীলোকটীর আসিবার সময়ে ভীড়েতে কোন প্রকারে তাহার অবগুণ্ঠন বস্ত্রের নিম্ন ভাগটা ছাড়িয়া গিয়াছিল, অহমদের অকস্মাৎ তাহাতেই দৃষ্টি পড়িবামাত্র তাহাকে সাবধান করিবার মানসে সে তাহার কানে

কানে কহিল "এ কি হইয়াছে, দেখ নাই?" অহমদ অবগুণ্ঠনের ছিদ্র দর্শন করান মাত্রেই তাহার ঐ সকল দ্রব্য হারানর কথা মনে পড়িল। তখন সে স্ত্রী তাহাকে তথায় থাকিতে কহিয়া শীঘ্র তাহার পুরষ্কার আনিতে গৃহে প্রস্থান করিল ও অবিলম্বেই এক হস্তে অলঙ্কার অন্য হস্তে মোহর লইয়া তাহার নিকটে আসিল, এবং কহিল, "তুমি বড় অদ্ভুত গণক! কোন গুপ্ত বিষয় তোমার নিকটে অব্যক্ত থাকে না। যখন তুমি আমার ঘোমটার কাপড় ছিঁড়া দেখাইয়া দেও, তখনই যে দেওয়ালের গর্ত্তে গহনা রাখিয়া স্নান করিতে গিয়াছিলাম, তাহা আমার মনে পড়িল; তাহা মনে পড়িল; যাহা হউক এখন আমি নিশ্চিন্ত হইয়া বাড়ি যাই, তুমি পুরষ্কার লও।"

অহমদ সে দিনও পূর্ব্ববৎ পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে দিতে বাটীতে গেল, এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, আর এমত সাহসীক কর্ম্ম আপন করিব না; কিন্তু তাহার স্ত্রী তাহাকে অদাসক্ত জানিয়া প্রদর্শন পূর্ব্বক পরদিন

পুনঃ তাদৃশ ব্যবসায়ে পাঠাইতে চেষ্টা করি-তে ছিল।

তৎকালে রাজার ভাণ্ডার হইতে ১০ সিন্দুক রত্ন ও মোহর চুরি গিয়াছিল। নগর রক্ষক কোতোয়াল প্রহরীগণকে লইয়া চোর ধরিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিলেও কিছু ফল দর্শে নাই। রাজা আপনার সভার গণককে ডাকাইয়া কহি-লেন; "শুন, গণক, যদি এক সপ্তাহের ছয় দিবস মধ্যে চোরের সন্ধান বলিতে না পার তাহা হইলে তোমার ও প্রধান মন্ত্রীর উভয়ের প্রাণ দণ্ড করিব।" সপ্তাহের ছয় দিবস অনুসন্ধান করিয়া কিছুই করিতে পারিল না, এক দিন মাত্র বাকি আছে ভাবিয়া কেহ রাজ গণককে নূতন বিখ্যাত অহমদ্ গণককে ডাকাইয়া পাঠাইতে পরামর্শ দিলে পর রাজগণক এক জন লোক অহমদকে ডাকিতে প্রেরণ করিলে তাহারা হঠাৎ অহ-মদের বাটীতে উপস্থিত হইবাতে সে স্ত্রীকে বলিল; "দেখ্‌লি, তোর ঐশ্বর্য্যাকাঙ্ক্ষার ফল সদ্যই হাতে হাতে ফলিল, রাজগণক আমার ব্যাপার শুনিয়া জুয়াচোরের দণ্ড বিধান

করিবেন বলিয়া এ সকল লোক পাঠাইয়া দিয়াছেন।”

অহমদ্ তাহাদের সঙ্গেই রাজ ভবনে উপস্থিত হইবামাত্র রাজা এক অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনা ও যথেষ্ট সম্মান পুরঃসর বসাইয়া নানা প্রকার কথোপকথন করিতে ছিল, এমত সময়ে এক রাজদূত আসিয়া তাহাকে রাজ সন্নিধানে লইয়া গেল। রাজা তাহাকে কহিলেন “কহ, অহমদ্, আমার কোষাগার হইতে স্বর্ণ ও রত্নপূর্ণ সিন্দুক কয়েকটা কে চুরি করিল?” অহমদ্ উত্তর করিল “৪০ জন।” রাজা বলিলেন “কে কে?” অহমদ্ প্রত্যুত্তর দিল “আমি এখনই সমুদয় উত্তর করিতে পারি না, চল্লীশ দিন গণনার অবকাশ দিলে কহিতে পারি।” রাজা বলিলেন “তথাস্তু, কিন্তু ঐ নির্দ্দিষ্ট কাল অতিবাহিত হইলে তোমার প্রাণ দণ্ড করিব।”

অহমদ্ রাজাজ্ঞানুসারে ভয়ে সেই দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তর বাস করিবার মনস্থে সন্তুষ্ট হইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল। তাহার স্ত্রী জানিতে পারিয়া পূর্ব্ববৎ ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক

তাহাকে তৎ কর্ম্মে নিষেধ করিতে লাগিল। অহ-মদ্ মৃত্যু আসন্ন ও উপায়াভাব দেখিয়া স্ত্রীকে কহিল “দেখ, আমি তো গণাগাঁথা কিছুই জানি না, তাহা জানিস্ : আমি এ ভাণ্ডে ৪০ টা খর্জ্জুর রাখিয়াছি, উহা হইতে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে এক একটা করিয়া আমাকে দিস্ ; আমি তাহা আর একটী পাত্রে ফেলিয়া রাখিব, তাহাতে মরণের অবশিষ্ট কয় দিনের কত গায় কত হইবা থাকে তাহা জানিতে পারিব।” এ দিকে তস্ক-রেরা, রাজা চোর ধরিবার জন্য যাহা যাহা করিয়া-ছেন তাহার অবিকল সমাচার পাইয়া নিশ্চিন্ত আছে। তন্মধ্যে এক জন চোর যে দিন রাজা অহমদকে ডাকাইয়া চুরির কথা প্রশ্ন করেন ও তাহাতে সে তাঁহার নিকটে যে চোরের সঙ্খ্যা ব্যক্ত করিয়া কহে তাহা শুনিতে পাইয়া ঊর্দ্ধ শ্বাসে আপনার দলে আসিয়া সমাচার দিল; “আমরা সকলেই প্রকাশ পাইয়াছি। অহমদ্ রাজার নিকটে আমাদের চল্লীশ জন সঙ্খ্যা ব্যক্ত করিয়াছে,” ইহাতে দলপতি কহিল ; “ইহা-তে একটা গণকের আবশ্যক কি ? চল্লীশটা

সিন্ধুক চল্লীশ জন নহিলে স্থানান্তর করিতে পারে না ইহা কল্পনা করা বড় কঠিন কর্ম্ম নহে, পরন্তু আমাদের এক কর্ম্ম করিতে হইবেক ; আজি রাত্রে এক জন গিয়া তাহার ঘরের নিকটে দাঁড়াইয়া থাক; অবশ্য সে এ সকল বিষয় তা-হার স্ত্রীকে কহিতে পারে; কি কহে তাহা শুনিয়া আইস।" এই আদেশে উহাদের এক জন চোর, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে (পর অহমদ্ ঈশ্ব-রের নাম লইয়া বসিয়া আছে ও তাহার স্ত্রী তা-হার হস্তে প্রথম খর্জ্জুরটী দিতেছে,) এমত সময়ে যাইয়া ঘরের পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মান রহিল। অহমদ্ খর্জ্জুরটী হস্তে পাইবা মাত্র " এই চল্লী-শের একটী হইল" বলিয়া তাহা একটা কলসী-তে ফেলিয়া দিল। চোর এই কথা শুনিবা মাত্র আপনাদের দলে আসিয়া কহিল; " আমি অহমদের ঘরের কানাচে দাঁড়াইবা মাত্র সে আ-পন স্ত্রীকে কহিতে লাগিল " এই চল্লীশের মধ্যে এক জন হইল।" দলপতি একের কথায় বিশ্বাস না হওয়াতে পর দিন সেই সময়ে সেখানে দুই জনকে পাঠাইয়া দিল। তাহারাও অহ-

মদের দ্বিতীয় খর্জ্জুর হস্তে পাইবার কালে তথা যাইয়া উপস্থিত হইবা মাত্র শুনিতে পাইল সে, স্ত্রীকে কহিতেছে “এই চল্লীশের মধ্যে দুইটা হইল। এইরূপে তৃতীয় দিনে তিন জনে তিনের, চতুর্থ দিনে চারি জনে চারির, কথা শুনিয়া দলে গিয়া কহাতে ক্রমে ক্রমে চল্লীশ দিনের রাত্রিতে চল্লীশ জন চোর আসিয়া শুনিল, অহমদ্ কহিতেছে “আজি চল্লীশ পূর্ণ হইল।” ইহাতে চোরদের সন্দেহ এক কালে দূর হইল। অনন্তর সকলে পরামর্শ করিল “আইস, আমরা শরণাগত হইয়া ইহার সহিত বন্ধুত্ব করি, নহিলে আর কিছুতেই নিস্তার পথ দেখি না।” এই স্থির করিয়া তাহারা প্রভাত হইবার অনতি পূর্ব্বে অহমদের দ্বারে গিয়া কপাটে আঘাত করিল। তাহাতে অহমদ্ নিদ্রার ঘোর “এই বুঝি রাজ পুরুষেরা আমাকে বধ করিবার জন্য লইয়া যাইতে আসিয়াছে” মনন করিয়া উচ্চৈস্বরে কহিতে লাগিল, “জানিতে পারিয়াছি; তোমরা যে জন্য আসিয়াছ তাহা বুঝিয়াছি; এ অত্যন্ত অন্যায় ও মন্দ কর্ম্ম করা হইয়াছে।”

ইহাতে দস্যু দলপতি কহিল, "তুমি ভাল অ-নির্ব্বচনীয় ক্রমজ্ঞাপন্ন অদ্ভুতগণক হইয়াছ। আ-মরা যে জন্য আসিয়াছি তাহা তো তুমি অবগত আছ আমরা বুঝিয়াছি। এই ক্ষণে এই তিন সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা দিতেছি, লও আমাদের এ বিষ-য়ের কোন কথা আর মুখে আনিও না।" অহ্মদ একে পায় আরে চায়, তাহাদের দত্ত ঐ সকল মুদ্রা প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কহিতে লাগিল, "তোরা কি বুঝিয়াছিস, যে তোদের এমত অ-ন্যায় অত্যাচার পৃথিবী শুদ্ধ লোককে না জানা-ইয়া আমার পক্ষে সহিয়াও করিয়া থাকা সম্ভব?" ইহাতে চোরেরা কহিল, "এখন আপনি অনু-গ্রহ করিয়া আমাদের প্রাণ রক্ষা করুণ; রাজার ধনসকল রাজারে ফিরিয়া দিতেছি।"

তখন মুচির নন্দন আপনার চক্ষুদ্বয় মর্দ্দন ও উন্মীলন্ করিয়া আপনাকে সজাগ বোধে সন্তুষ্ট হইয়া দেখিল, যে যথার্থই চোরেরা তাহার সম্মু-খে দাঁড়াইয়া আছে; ইহাতে গম্ভীর স্বরে তাহা-দিগকে কহিল, "কেমন এখন তো ধরা পড়িলি; আমার হস্ত হইতে তোদের বাঁচা বড় কঠিন,

আকাশস্থ গ্রহ নক্ষত্রাদির অবস্থা বুঝিতে পারি; আমাকে আবার ফাঁকি দিবি; যাহা হউক, ভাল বাঁচিলি; রাত্রি থাকিতে আমার নিকটে আসিয়া অনুশোচনা পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা না করিলে তোদের কি গতি হইত বুঝিতে পারি না। এক্ষণে যে সকল ধন চুরি করিয়াছিল, সকল ফিরিয়া দে, এখনই সেই চল্লীশ টা সিন্দুক অবিকল আনিয়া রাজার বাগানের প্রাচীরের এক হস্ত নীচে গর্ত্ত খুলিয়া পুঁতিয়া রাখ, তবে প্রাণ রক্ষা হইবেক নচেৎ সবংশে তোমাদের ধ্বংস হইবে; ইহা নিবারণ করে এমন কাহকেও দেখি না।"

চোরেরা তদাজ্ঞা স্বীকার করিয়া প্রস্থান করিলে পর, ক্ষণ কাল বিলম্বে এক জন রাজ দূত অহমদকে লইয়া যাইতে উপস্থিত হইলে সে স্ত্রীকে চোরদিগের বৃত্তান্ত কিছুই না কহিয়া কেবল "জন্মের মত বিদায় হই" বলিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল ও সেতারা পুনঃ পুনঃ "ভয় কি ভয় কি" বলিয়া সাহস দিতে লাগিল। অহমদ্ পরমানন্দে রাজ সন্নিধানে উপস্থিত

হইবা মাত্র রাজা তাহার প্রফুল্ল বদন দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন "কেহ অহমদ্, অদ্য তোমার মন আমোদিত দেখিতেছি, আমার ধন বাহির করিতে পারিয়াছ কিনা?" অহমদ উত্তর করিল; "মহারাজ! ধন চাহেন, কি ধন লোক চাহেন? আমি গণনা ফলে এক বই দুই কদাচ দিতে সমর্থ নহি।" রাজা চোরগণকে শাস্তি দিতে না পারিবার হেতু কিছু ক্ষুব্ধ হইয়া কহিলেন, "একান্ত দুই দেওয়া যদি তোমার পক্ষে কঠিন হয়, তাহা হইলে ধনই দেও।" এই কথায় অহমদ্ রাজাকে মার্জ্জনা করণের দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ করিয়া "মহারাজ! আপনি আমার সঙ্গে আসুন, ধন দেখাইয়া দিতেছি"—বলিয়া রাজাকে সঙ্গে লইয়া অগ্রসর হইল। সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তি তদাশ্চর্য্য দেখিবার মানসে তৎপশ্চাৎ চলিল। অহমদ সেই প্রাসাদের প্রাচীরের নিকটে দাঁড়াইয়া উর্দ্ধ দৃষ্টিতে কিছু মনে মনে পাঠ করিতে লাগিল, তাহাতে দর্শকেরা বুঝিলেন, এ কোন ঐন্দ্রজালিক মন্ত্র পাঠ করিতেছে- পরে সে সেই স্থান খনন করিতে লোকদিগকে

আদেশ করিলে পর তাহারা খনন করিতে ২ সেই সকল সিন্দুক পাইল। রাজা বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন ও তাঁহাকে বিশেষ বিজ্ঞ জানিয়া তাঁহার এক মাত্র নন্দিনী, রাজ নন্দিনীকে অহমদের সহিত বিবাহ দিলেন। অহমদ্ তাঁহার লাবণ্যে মোহিত হইয়া পূর্ব্ব প্রণয়িনীর প্রীতিতে জলাঞ্জলি দিয়া সেই রাজকন্যা লইয়াই পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিল। সেতারা স্বামীচ্যুতা হইয়া কিসে অহমদের বিনাশ হয়, এই চেষ্টাতেই ফিরিতে লাগিল।

এক ভক্ত-মাতালের কথা শুনা আছে, তাহাও বলা যাইতেছে।

(ঐ মাতালের নাম সিংহ।)

বাটীতে পূজা হইবে, ষষ্ঠীর রাত্রে উঠিয়া প্রতিমার নিকটে যাইয়া কোপেতে পরিপূর্ণ হইলেন; সিংহকে বলিলেন, "আবে বেটা সিংহ, তুই নকল সিংহ, আমি আসল সিংহ, তুই বেটা মার পদ তলে কেন?" এই বলিয়া সিংহকে

রহস্য ইতিহাস।

প্রথম ভাগ।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র দাস পালিত

প্রণীত।

এই পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবেক তাঁহারা বড় বাজারে
৺ঠাকুর দাস পালিতের গলিতে শ্রীযুত রসিকলাল
দাসপালিত মহাশয়ের বাটীতে অনুসন্ধান
করিলে পাইতে পারিবেন।

ইহার মূল্য স্বাক্ষরকারীর প্রতি মাসে ১টি আনা ভিন্ন পাঁ
আনা মাত্র নির্দ্ধারিত করা গেল ইতি।

কলিকাতা;

কে, এন, দত্ত এণ্ড কোম্পানির যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত।
কসাইটোলা, মেরিডেথস্ লেন, নং ১৫।

১২৬৫।

রহস্য ইতিহাস।

প্রথম ভাগ।

যেমন কর্ম্ম তেমি ফল। ১

কোন এক দেশে এক জন ওমরায়ের বিবাহ হইবেক বলিয়া বড় এক "খানা" প্রস্তুত হইতে ছিল। খানার জন্যে সকল জিনীস পত্র পাওয়া যায়, কিন্তু মাছ পাওয়া যায় না, তাহার কারণ, পূর্ব্ব দিবসের রাত্রে বড় ঝড় বৃষ্টি হইয়াছিল, এই নিমিত্তে জেলেরা মাছ ধরিতে পারে নাই। দিনের বেলা এক জন মেছো এক ঝুড়ি মাছ বেচিতে আনে। মাছ দেখিবা মাত্র ওমরায়ের পরিবারের সকল লোক বড় খুসি হয়। ওমরাও আপনি খুসি হন। তিনি মেছোকে ডাকিয়া বলেন,—তুই কি দাম নিবি বল্, তুই যে দাম চাহিবি সেই

দাম দিব। মেছো উত্তর দেয়,—মহাশয় আমাকে একশ ঘা কোড়া মারিতে হুকুম দেন, এই মাছের দাম, একশ ঘা কোড়া বই আর কিছু লইব না। এ কথা শুনিয়া ওমরা বড় চমৎকৃত হন, কিন্তু মেছো জেদ করিয়া বলে,—আমার এক কথা বই দুই কথা নয়, আমি যে দাম চাহিয়াছি তাহাই লইব, অন্য কোন দাম লইব না। মেছোর জেদাজেদি দেখিয়া ওমরা বলেন,—তুই বেটা বড় মস্করা-মির লোক, আচ্ছা, আস্তে আস্তে তোর পিঠে একশ ঘা কোড়া মারিব, পরে মাছের জন্যে বেসি দাম দিব। এই সকল কথা বলিয়া ওমরা এক জন চাকরকে হুকুম দেন,—মেছো-কে একশ ঘা কোড়া আস্তে আস্তে মার্! মেছো পঞ্চাশ ঘা কোড়া খাইয়া বলে,—মহা-শয়, আর আমাকে মারিবেন না, মাছের দামের আর এক জন ভাগীদার আছে। আমি অর্দ্ধেক দাম লইলাম, তাহাকেও অর্দ্ধেক দাম দিন। ওমরা উত্তর দেন,—তোর মতন কি আর এক জন পাগল আছে, আচ্ছা, তাহাকে

ডাক, সে অর্দ্ধেক দাম নিক্। মেছো বলে,—মহাশয়, সে লোকটী আপনার ফটকের কাছে দাঁড়াইয়া আছে, সে আপনার দরওয়ান। দরওয়ানকে মাছের অর্দ্ধেক দাম দিতে কবুল করি তবে সে আমাকে আপনার বাড়ীর ভিতর আসিতে দেয়। ওমরা কহেন,—এতো বেস কথা. দরওয়ান্‌কে ডাক্, সেও আপনার কবুল ক্রমে মাছের দাম নিক্। এই বলিয়া ওমরা দরওয়ানকে ডাকাইয়া পিঠের কাপড় চোপড় খুলিয়া পঞ্চাশ ঘা কোড়া খুব জোরে মারিতে হুকুম দেন। মার খাইলে পর দরওয়ানের জওয়াব হয়, আর মেছো ওমরায়ের নিকটে অনেক বকশিষ পাইয়া আহ্লাদ মনে ঘরে চলিয়া যায়।

ভদ্র স্ত্রী প্রাণ দিয়া স্বামীকে বাঁচাইয়া রাখেন।

অনেক বৎসর হইল ফরাসী দেশের এক জন ওমরা লড়াই করিতে যান। সে সময়ে

কামান কি বন্দুক ছিল না; লোক জনে ধনুক তীর লইয়া লড়াই করিত। তীরে বিষ লাগান থাকিত। বিষওয়ালা তীর কাহার গায়ে লাগিলে সে প্রায় বাঁচিত না। লড়াইয়ের সময়ে পূর্ব্বোক্ত ওমরায়ের গায়ে একটা বিষ-ওয়ালা তীর লাগে। চাকরেরা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ডুলি করিয়া বাড়ী লইয়া যায়। ডাক্তরেরা তীরের ঘা দেখিয়া বলেন,—যদি কেহ ঘায়ে মুখ দিয়া বিষটা চুষিয়া লইতে পারে তবে ওমরা রক্ষা পাইবেন তাহা না হইলে পাইবেন না; আর যে ব্যক্তি ঘা চুষিবেক সে মরিয়া যাইবেক, ডাক্তর-দিগের বিধি শুনিয়া ওমরা কহেন,—আমি মরিয়া যাই ক্ষতি কি, বরং ভাল। দেখ যেন আমার ঘা কেহই চুষে না; পরকে মেরে আপ-নার প্রাণ বাঁচান বড় নিষ্ঠুর কর্ম্ম বলিতে হইবেক। এই সকল কথা বলিয়া ওমরা ঘুমিয়া পড়েন। সে সময়ে ওমরায়ের পত্নী মনে ভাবেন,—স্বামী ঘুমচ্ছেন, এই বেস সময়। এক্ষণে আমি তাঁহার কাছে আস্তে আস্তে

বসিয়া বিষ চুষিয়া খাই, জেগে থাকিলে স্বামী কখন আমাকে বিষ চুষিতে দিবেন না। মনে মনে এই সকল কথা বলিয়া পত্নী ওমরায়ের নিকটে বসিয়া তীরের ঘা হইতে সকল বিষ আস্তে আস্তে চুষিয়া খান। বিষ খাইয়া পর দিবস তিনি মরিয়া যান, কিন্তু ওমরা প্রাণ হারান নাই, তিনি বেঁচে থাকেন।

প্রাণ দিয়া মা ছেলে বাঁচাইতে যান।

ইংলণ্ডে অর্থাৎ ইংরাজদিগের দেশে একবার একটা বসতিতে বড় আগুণ লাগে, তাহাতে অনেক গরিব লোকের ঘর দ্বার পুড়িয়া যায়। একখানা বাড়ীতে চারি, পাঁচ, গরীব পরিবার সহিত বাস করিত। সে বাড়ীতে আগুণের ফিন্‌কি লাগিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে, এমন সময়ে বাড়ীর সকল লোক বাহিরে পলাইয়া আইসে। এক জন মেয়ে মানুষ দেখে, তাহার সকল ছেলে বাহিরে আসিয়াছে, কিন্তু ছোট ছেলেটী আইসে

নাই। ইহা দেখিয়া সে তৎক্ষণাৎ বাড়ীর ভিতর দৌড়িয়া যায়। ধুঁয়াতে কিছুই দেখিতে পায় না, এই জন্যে আপনার ঘরে না গিয়া ভুলিয়া আর এক জনের ঘরে যায় সেখানে একটী ছোট ছেলে ছিল, ছেলেটী আপনার জ্ঞান করিয়া তুলিয়া বাহিরে আনে। বাহিরে আসিয়া দেখে ছেলেটী আপনার নয় ইহা দেখিয়া মা পাগলের মতন হইয়া উঠে। আগুণ ধুঁয়া কিছুই মানে না, বাড়ীর ভিতর আবার দৌড়িয়া গিয়া আপনার ঘরে প্রবেশ করিতেছে, এমন সময়ে ছাতটা জ্বলিয়া পড়িয়া যায়, তাহাতে মাও মারা পড়ে ছেলেও মারা পড়ে। মাঝি

পাদুকাকারগণের উপন্যাস।

পারস্য দেশের স্পাহান্ নগরে, অহমদ্ নামে এক পাদুকাকার বাস করিত সে সরল স্বভাব ও পরিশ্রমী মানুষ, কোন ঝঞ্ঝাটে যাইত না, কেবল লোকের জুতা সিলাই করিয়া অতি কষ্টে দিনপাত করিত। তাহার স্ত্রীর

াম সেতারা, সে অত্যন্ত ব্যাপীকা ও বেশ ভূষা
ালঙ্কারাদির জাঁকজমকে অনুরক্তা ছিল।

এক দিন ১০।১৫ জন প্রতিবাসিনী স্ত্রী-
লোক সঙ্গে বৈকালে সেতারা গাত্র ধৌত
করণার্থে হমামে গিয়াছিল; তথায় রাজবা-
টীর সভাসদ্ স্বরূপ একজন গণকের স্ত্রীও
আসিয়াছিল। তাহার গাত্রে অনেক মূল্যের
আভরণ দৃষ্টে সেতারার ঈর্ষা হয়; অতএব
সে বাটীতে আসিয়া মৌনী হইয়া থাকে।
কাহারও সহিত বাক্যালাপ কিছুই করে না;
অহমদ্ অনেক সাধনা করিয়া দেখিলেন, কিছু-
তেই সে "বর্গ" মানিল না; অবশেষে স্বামীকে
কহিল, "যাও বেনে আমাকে যেমন ভালবাস
তাহা দেখা গেল, আর নেকরা করিবার কায
নাই।" অহমদ্ নিজে বড় স্ত্রৈণ, কি করে,
তাহার ভ্রূকুটী দেখিয়া নিতান্ত বিষণ্ণ ভাবে কহিল,
ওরে তুই রাগ ক্ষমা দে, তুই আমাকে যা বলিবি
তাহাতেই আছি।" এই কথা শুনিয়া সেতারা
নিজ মনোরথ সাধিতে তাহাকে কহিল, "দেখগো
যদি আজি অবধি গণক হও, গণকের

ব্যবসায়ে অনেক টাকা, কড়ি দিয়ে। তোমা
যে জীবিকা তাহাতে আমাদের পেটে খেতে
কুলায় না। আজি ঘাটে গিয়া রাজবাটীর
গণকের মাগকে দেখিয়া আইলাম; তাহা
কত গহনা! কতই বা ঐশ্বর্য্য! দেখিলে চ
জুড়ায়।" ইহা শুনিয়া অহমদ্ কহিল, "আ
আমার পোড়া কপাল! তুই এই মনে করি
রাগ করিয়াছিস! তোর স্ত্রী বুদ্ধি, কোন জ্ঞা
হো নাই, আমাকে যে গণক হইতে কহিলি
গণক হওয়া বড় সহজ কর্ম্ম ঠাহরিয়াছিস্
তাহাতে লেখা পড়া জ্ঞান চাই; অমনি হ
না, আমা হইতে পারে কি? "ছাগলের সাধ্য।
যব নাড়া?" সেতারা উত্তর কহিল; "আ
লেখা পড়া বুঝি না, সার কহিতেছি, আম
কথা না শুন, তবে তোমার সঙ্গে এই অব
হইল।" নিরুপায় অহমদ্ অনেক বুঝাইল
কিন্তু সেতারা কিছুতেই প্রবোধ মানিল না
গণকের স্ত্রীর ঐশ্বর্য্য তাহার মনে লাগিয়
রহিয়াছিল, সে কি অন্য কথায় কর্ণ দেয়
অহমদ্ ভাবিয়া চিন্তিয়া আপনার লেইন্ট

কচ্ছপের খোলা খানা প্রভৃতি যাহা কিছু ছিল সকলই বিক্রয় করিয়া এক খানা পাঁজি ও রাশিচক্র আঁকা এক খানা কাগজ কিনিয়া লইয়া পথে ২ "আমি বড় গণক, চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, সকলের বিষয় জানি, ও ভবিষ্যৎ গণিয়া বলিতে পারি" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করতঃ এক হাটে গিয়া দাঁড়াইল।

একে একে ২০।২৫ জন একত্র হইয়া রহস্য দেখিবার জন্যে তাহাকে ঘেরিল। তাহাদের মধ্যে কেহ বলিতে লাগিল, "হাঁরে অহম্মদ্! তোরে যে সদা সর্ব্বদা জুতা সেলাই করিতে দেখিতাম; তুই কি পাগল হইয়া অবধি এ বিদ্যা শিখিয়াছিস্;" কেহ বা বলিল, "হাঁরে তোর কি এ অবধি নীচে দৃষ্টি করা ঘুচিল? এখন দেখিতে হইলে তোকে উপর পানেই দেখিতে হইবেক বোধ হয়।" এই রূপ উপ-হাস, বিদ্রূপ, অনেকেই করিতে লাগিল। অহ-মদ্ সমুদায় সহ্য করিয়া দণ্ডায়মান আছে।

ঘটনা ক্রমে ঐ দেশের এক জন মনি বনি-কের নিকটে রাজার রক্ষিত এক খানি পদ্মরাগ

মনি হারাইয়াছিল বনিক্ দৈবাৎ সেখানে আসিয়া ভীড় দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসিল। ইহাতে এক জন কহিল; "সেই অহমদ্ মুচি গো, মহাশয়।" শুনিবামাত্র মনি বনিক্ তথায় গিয়া তাহাকে কহিল; "ওহে বাপু, যদি তুমি গণিতে পার, তাহা হইলে আমার এক খানি চুনি হারাইয়াছে গণিয়া বল। পাইলে দুই শত খান মোহর পারিতোষিক দিব, নহিলে তোমার প্রাণ লইয়া টানা টানি হইবেক।"

এই কথাতে অহমদের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল; করে কি? সে ক্ষণঃকাল নিশ্চল নিষ্পন্দ হইয়া মনেং ভাবিতে লাগিল,—হায় যাহাকে আমি এত ভাল বাসিতাম, তাহা হইতেই আমাকে এই বিপদে পড়িতে হইল অনন্তর উচ্চৈশ্বরে কহিল "রে স্ত্রী লোক, ভাল ভাল, তোর মনে এই ছিল; যত্নের ধন হইয়া বিষ বৃক্ষ হইতেও মারাত্মক ভয়ানক হইল?"

এখানে মনি বনিকের স্ত্রীর সহিত অপ্রণয় ছিল এ প্রযুক্ত তাহার স্ত্রী তাহাকে দণ্ডিত

করিবার অভিপ্রায়ে ঐ চুনি খানি লইয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিল। মনি বনিক্ লোক মুখে গণকের আগমনের কথা শুনিয়া তন্নিকটে যখন গণাইতে আইসে তখন তাহার স্ত্রী জানিতে পারিয়া তাহার পশ্চাতে এক দাসীকে তত্ত্বানুসন্ধান করিতে পাঠাইয়াছিল, দাসীও তদনুসারে তখন সেখানে উপস্থিত ছিল ও অহমদ্‌কে এক জন স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বিষ বৃক্ষের সহিত তুলনা করিতে শুনিয়া সন্দেহ করিল, তবেতো এ সকলি টের পাইয়াছে অত-এব এ কথা স্বামিনীকে জানান উচিত। অনন্তর সে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গিয়া তাহার স্বামিনীকে কহিল, "আর দেখ কি, এক জন হতভাগা গণক কোথা হইতে আসিয়া তোমাকেই প্রকাশ করিল; আমি তাহাকে প্রশ্নের উত্তর করিতে শুনিয়া আইলাম।"

মনিকারের পত্নী শুনিবামাত্র বিস্ময়াপন্না হই-য়া আস্তে ব্যাস্তে অহমদের অনুসন্ধানে বাহির হইল, ও তাহাকে কোন স্থানে একাকী দেখিতে পাইয়া তাহাকে অনেক বিনতি করিয়া কহিল,

"রক্ষা কর গণক ঠাকুর, আমি আদ্যোপান্ত স্বীকার করিয়া কহিতেছি; আমার মান, প্রাণ, যাহাতে থাকে তাহার উপায় কর।"

অহমদ্ সবিস্ময় হর্ষে জিজ্ঞাসিল, "তুমি আমার কাছে কি স্বীকার করিবে?"

মনিকারিনী কহিল, "আঃ, তুমি আমার সকল কথা জানিয়াছ! আমার স্বামী আমাকে দেখিতে পারে না; মারিপীট করে, গালাগালি দেয়, বলিয়া স্বাধীনতায় আপনার মনসাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি করিবার জন্য আমি ঐ চুনি খানি চুরি করিয়াছিলাম: আর এই মনি উপলক্ষে রাজ দণ্ডে তাহার প্রাণ দণ্ড হয় ইহাও আমার মনের কথা; সে যাহা, হউক ঠাকুর! এক্ষণে আমার প্রতি দয়া করিয়া আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন, এ দাসী তাহা তেই প্রস্তুত আছে।"

অহমদ্ তখন গম্ভীর হইয়া কহিল, "কি বলিব তুমি স্ত্রী লোক! ভাগ্যে ভাগ্যে যে আমার কাছে আসিয়া তুমি সকল স্বীকার করিয়া আমার দয়া চাহিলে এই তোমার রক্ষা'

এখন শীঘ্র বাটী গিয়া আপনার স্বামীর বালি-
শের নীচে এই চুনি খানি রাখ, আর তোমার
কিছু ভয় নাই।” এ কথায় সে বিদায় হইলে
পর অহমদ্ মনি বণিকের নিকটে উপনীত হইয়া
কহিল, “গণিয়া দেখিলাম তোমার বালিশের
নীচে সেই চুনি খানি আছে।” জহরি ইহাতে
বিশ্বাস না করিয়াও শয়নাগারে গিয়া দেখিল
মনি খানি সেই স্থানে আছে। প্রাপ্তি মাত্র
মনিকার অহমদের নিকটে আসিয়া ;—“তুমি
আমার এ যাত্রা প্রাণ রক্ষা করিলে; আজি
অবধি জানিলাম তুমিই এক্ষণকার প্রধান
জ্যোতিষবেত্তা” বলিয়া যথেষ্ট সমাদর পূর্ব্বক
প্রতিশ্রুত শত স্বুবর্ণ মুদ্রা তাহাকে পুর-
স্কার দিল।

এ সকল প্রশংসা ও পুরস্কারে অহমদের
আমোদের লেশমাত্র হইল না। ইহাতে সে
“এ ভালে আমোদ করিব কি ধর্ম্মে ধর্ম্মে যে
আমার এ যাত্রা প্রাণ রক্ষা হইল এই ভালই
পরম লাভ” বোধ করিয়া পরমেশ্বরকে ধন্য-

বাহ দিতে দিতে বাটীতে প্রত্যাগমন করিল। তাহার স্ত্রী সত্বরে নিকটে আগমন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিল, "কহ গণক মহাশয়! কি হইল?" অহমদ্ মুখ ভার করিয়া কহিল, "দুই শত খান মোহর; সে যাহা হউক, তুমি এ সকল লও; আজি অবধি আমাকে আর এমত প্রাণসংশয় ব্যাপারে ফেলিও না।" সেতারা তাহা দেখিয়া বিবেচনা করিল, ইহাতে আমি এখন এক প্রকারে প্রধান গণকের স্ত্রীর সমান হইলেও হইতে পারি। অনন্তর সে কহিল "প্রিয়তমে স্বামিন! সাহস কর, এ তোমার সদ্ব্যবসায়ে প্রথম পরিশ্রমের ধন। ক্রমাগত এই ব্যবসা চালাইতে ২ কালে আমরা ধনী ও সুখী হইতে পারিব।" অহমদ্ অনেক কাকুক্তি ও বিনতি করিতে লাগিল, কিন্তু সে তাহাতে পূর্ব্ববৎ ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল; "বুঝা গিয়াছে তোমার যত ভালবাসা, আজি অবধি তোমায় আমায় হইল।" অহমদ্ করে কি পুনঃ সেইরূপ করিতে সম্মত হইল; ও পরদিন পূর্ব্ববৎ পাঁজি পুঁ

লইয়া পথে ২ চীৎকার করিতে ২ চলিল। লোক সকলও তদ্রূপ একত্রে তাহাকে বেরিল, কিন্তু সে দিন তাহার তাদৃশী জ্যোতির্জ্ঞরূপে খ্যাতি প্রতিপত্তি প্রচার হওয়াতে সকলের মনে ২ অত্যন্ত বিস্ময় হইয়াছিল; একারণ কেহই কিছু আর পরিহাসের কথা কহে নাই: এমত সময়ে ঐ স্থান দিয়া একটী স্ত্রী ঘোমটা দিয়া চলিয়া যায়, ক্ষণকাল পূর্ব্বে তাহার গলার হার, ও কর্ণের কুণ্ডল হারাইয়াছিল। সে ঐ গণকের কথা শুনিয়া তথায় গিয়া গণককে কহিল; "আমার হার ও কুণ্ডল হারাইয়াছে, যদি গণিয়া বলিতে পার, পঞ্চাশৎ মোহর পুরষ্কার পাইবে।" ইহাতে সে হত-জ্ঞান-প্রায় অধোমুখে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল, বুঝি এইবার আমার মূর্খতা প্রকাশ হয়।" স্ত্রীলোকটীর আসিবার সময়ে ভীড়েতে কোন প্রকারে তাহার অবগুণ্ঠন বস্ত্রের নিম্ন ভাগটা ছাড়িয়া গিয়াছিল, অহমদের অকস্মাৎ তাহাতেই দৃষ্টি পড়িবামাত্র তাহাকে সাবধান করিবার মানসে সে তাহার কানে

কানে কহিল “এ কি হইয়াছে, দেখ নাই?” অহমদ্ অবগুণ্ঠনের ছিদ্র দর্শন করান মাত্রেই তাহার ঐ সকল দ্রব্য হারানর কথা মনে পড়িল। তখন সে স্ত্রী তাহাকে তথায় থাকিতে কহিয়া শীঘ্র তাহার পুরষ্কার আনিতে গৃহে প্রস্থান করিল ও অবিলম্বেই এক হস্তে অলঙ্কার অন্য হস্তে মোহর লইয়া তাহার নিকটে আসিল, এবং কহিল, “তুমি বড় অদ্ভু গণক! কোন গুপ্ত বিষয় তোমার নিকটে অব্যক্ত থাকে না। যখন তুমি আমার ঘোমটার কা পড় ছিঁড়া দেখাইয়া দেও, তখনই যে দেওয়ালের গর্ত্তে গহনা রাখিয়া স্নান করিতে গিয়া ছিলাম, তাহা আমার মনে পড়িল; তা মনে পড়িল; যাহা হউক এখন আমি নিশ্চি হইয়া বাড়ি যাই, তুমি পুরষ্কার লও।”

অহমদ্ সে দিনও পূর্ব্ববৎ পরমেশ্বরকে ধন্য বাদ দিতে দিতে বাটীতে গেল, এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, আর এমত সাহসীক ক কখন করিব না; কিন্তু তাহার স্ত্রী তাহাকে ভদ্রাসক্ত জানিয়া প্রদর্শন পূর্ব্বক পর দি

পুনঃ তাদৃশ ব্যবসায়ে পাঠাইতে চেষ্টা করিতে ছিল।

তৎকালে রাজার ভাণ্ডার হইতে ৩০ সিন্দুক রত্ন ও মোহর চুরি গিয়াছিল। নগর রক্ষক কোতোয়াল প্রহরীগণকে লইয়া চোর ধরিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিলেও কিছু ফল দর্শে নাই। রাজা আপনার সভার গণককে ডাকাইয়া কহিলেন; "শুন, গণক, যদি এক সপ্তাহের ছয় দিবস মধ্যে চোরের সন্ধান বলিতে না পার তাহা হইলে তোমার ও প্রধান মন্ত্রীর উভয়ের প্রাণ দণ্ড করিব।" সপ্তাহের ছয় দিবস অনুসন্ধান করিয়া কিছুই করিতে পারিল না, এক দিন মাত্র বাকি আছে ভাবিয়া কেহ রাজ গণককে নূতন বিখ্যাত অহমদ্ গণককে ডাকাইয়া পাঠাইতে পরামর্শ দিলে পর রাজগণক কএক জন লোক অহমদকে ডাকিতে প্রেরণ করিলে তাহারা হঠাৎ অহমদের বাটীতে উপস্থিত হইবাতে সে স্ত্রীকে বলিল; "দেখ্লি, তোর ঐশ্বর্য্যাকাঙ্ক্ষার ফল সদ্যই হাতে হাতে ফলিল, রাজগণক আমার ব্যাপার শুনিয়া জুয়াচোরের দণ্ড বিধান

করিবেন বলিয়া এ সকল লোক পাঠাইয়া দিয়াছেন।”

অহমদ্ তাহাদের সঙ্গেই রাজভবনে উপস্থিত হইবামাত্র রাজগণক অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনা ও যথেষ্ট সম্মান পুরঃসর বসাইয়া নানা প্রকার কথোপকথন করিতে ছিল, এমত সময়ে এক রাজদূত আসিয়া তাহাকে রাজ সন্নিধানে লইয়া গেল। রাজা তাহাকে কহিলেন; “কহ, অহমদ্, আমার কোষাগার হইতে স্বর্ণ ও রত্নপূর্ণ সিন্দুক কয়েকটা কে চুরি করিল?” অহমদ উত্তর করিল “৪০ জন।” রাজা বলিলেন “কে কে?” অহমদ্ প্রত্যুত্তর দিল “আমি এখন সমুদয় উত্তর করিতে পারি না, চল্লীশ দিন গণনার সাবকাশ দিলে কহিতে পারি।” রাজা বলিলেন “তথাস্তু, কিন্তু ঐ নির্দ্দিষ্ট কাল বহির্ভূত হইলে তোমার প্রাণ দণ্ড করিব।”

অহমদ্ রাজাজ্ঞানুসারে ভয়ে সেই দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তর বাস করিবার মনে সন্তুষ্ট হইয়াই ঘরে ফিরিয়া আসিল। তাহা স্ত্রী জানিতে পারিয়া পূর্ব্ববৎ ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক

তাহাকে তৎ কর্ম্মে নিষেধ করিতে লাগিল। অহ-ম্মদ্ মৃত্যু আসন্ন ও উপায়াভাব দেখিয়া স্ত্রীকে কহিল “ দেখ, আমি তো গণাগাঁথা কিছুই জানি না, তাহা জানিস্ ; আমি এ ভাণ্ড্রে ৪০ টা খর্জ্জুর রাখিয়াছি, উহা হইতে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে এক একটী করিয়া আমাকে দিস্ ; আমি তাহা আর একটী পাত্রে ফেলিয়া রাখিব, তাহাতে মরণের অবশিষ্ট কয় দিনের কত যায় কতইবা থাকে তাহা জানিতে পারিব।” এ দিকে তস্ক-রেরা, রাজা চোর ধরিবার জন্য যাহা যাহা করিয়া-ছেন তাহার অবিকল সমাচার পাইয়া নিশ্চিন্ত আছে। তন্মধ্যে এক জন চোর যে দিন রাজা অহম্মদ্কে ডাকাইয়া চুরির কথা প্রশ্ন করেন ও তাহাতে সে তাঁহার নিকটে যে চোরের সংখ্যা ব্যক্ত করিয়া কহে তাহা শুনিতে পাইয়া উর্দ্ধ শ্বাসে আপনার দলে আসিয়া সমাচার দিল ; “ আমরা সকলেই প্রকাশ পাইয়াছি। অহম্মদ্ রাজার নিকটে আমাদের চল্লীশ জন সংখ্যা ব্যক্ত করিয়াছে,” ইহাতে দলপতি কহিল ; “ ইহা-ত একটা গণকের আবশ্যক কি ? চল্লীশটা,

সিন্দুক চল্লীশ জন নহিলে স্থানান্তর করিতে পারে না ইহা কল্পনা করা বড় কঠিন কর্ম্ম নহে, পরন্তু আমাদের এক কর্ম্ম করিতে হইবেক; আজি রাত্রে এক জন গিয়া তাহার ঘরের নিকটে দাঁড়াইয়া থাক; অবশ্য সে এ সকল বিষয় তাহার স্ত্রীকে কহিতে পারে; কি কহে তাহা শুনিয়া আইস।” এই আদেশে উহাদের এক জন চোর, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে (পর অহমদ্ ঈশ্বরের নাম লইয়া বসিয়া আছে ও তাহার স্ত্রী তাহার হস্তে প্রথম খর্জ্জুরটী দিতেছে,) এমত সময়ে যাইয়া ঘরের পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মান রহিল। অহমদ্ খর্জ্জুরটী হস্তে পাইবা মাত্র “এই চল্লীশের একটী হইল” বলিয়া তাহা একটা কলসীতে ফেলিয়া দিল। চোর এই কথা শুনিবা মাত্র আপনাদের দলে আসিয়া কহিল; “আমি অহমদের ঘরের কানাছে দাঁড়াইবা মাত্র সে আপন স্ত্রীকে কহিতে লাগিল “এই চল্লীশের মধ্যে এক জন হইল।” দলপতি একের কথায় বিশ্বাস না হওয়াতে পর দিন সেই সময়ে সেখানে দুই জনকে পাঠাইয়া দিল। তাহারাও অহ-

মদের দ্বিতীয় খর্জ্জুর হস্তে পাইবার কালে তথা যাইয়া উপস্থিত হইব। মাত্র শুনিতে পাইল সে স্ত্রীকে কহিতেছে “ এই চল্লীশের মধ্যে দুইটা হইল। এই রূপে তৃতীয় দিনে তিন জনে তিনের, চতুর্থ দিনে চারি জনে চারির কথা শুনিয়া দলে গিয়া কহাতে ক্রমে ক্রমে চল্লীশ দিনের রাত্রিতে চল্লীশ জন চোর আসিয়া শুনিল, অহমদ্ কহিতেছে “ আজি চল্লীশ পূর্ণ হইল।” ইহাতে চোরদের সন্দেহ এক কালে দূর হইল। অনন্তর সকলে পরামর্শ করিল “ আইস, আমরা শরণাগত হইয়া ইহার সহিত বন্ধুত্ব করি, নহিলে আর কিছুতেই নিস্তার পথ দেখি না।” এই স্থির করিয়া তাহারা প্রভাত হইবার অনতি পূর্ব্বে অহমদের দ্বারে গিয়া কপাটে আঘাত করিল। তাহাতে অহমদ্ নিদ্রার ঘোর “ এই বুঝি রাজ পুরুষেরা আমাকে বধ করিবার জন্য লইয়া যাইতে আসিয়াছে” মনে করিয়া উচ্চৈস্বরে কহিতে লাগিল, “ জানিতে পারিয়াছি; তোমরা যে জন্য আসিয়াছ তাহা বুঝিয়াছি; এ অত্যন্ত অন্যায় ও মন্দ কর্ম্ম করা হইয়াছে।”

ইহাতে দস্যু দলপতি কহিল, “ তুমি ভাল অ-নির্ব্বচনীয় ক্ষমতাপন্ন অদ্ভুত গণক হইয়াছ। আমরা যে জন্য আসিয়াছি তাহা তো তুমি অবগত আছ আমরা বুঝিয়াছি। এই ক্ষণে এই তিন সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা দিতেছি, লও আমাদের এ বিষয়ের কোন কথা আর মুখে আনিও না।” অহম্মদ একে পায় আরে চায়, তাহাদের দত্ত ঐ সকল মুদ্রা প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কহিতে লাগিল “ তোরা কি বুঝিয়াছিস, যে তোদের এমত অ-ন্যায় অত্যাচার পৃথিবী সুদ্ধ লোককে না জানাইয়া আমার পক্ষে সহিয়াও করিয়া থাকা সম্ভব?” ইহাতে চোরেরা কহিল, “ এখন আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের প্রাণ রক্ষা করুণ ; রাজার ধনসকল রাজারে ফিরিয়া দিতেছি।”

তখন মুচির নন্দন আপনার চক্ষুদ্বয় মর্দ্দন ও উন্মীলন্ করিয়া আপনাকে সজাগ বোধে সন্তুষ্ট হইয়া দেখিল, যে যথার্থই চোরেরা তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে ; ইহাতে গম্ভীর স্বরে তাহাদিগকে কহিল, “কেমন এখন তো ধরা পড়িলি আমার হস্ত হইতে তোদের বাঁচা বড় কঠিন

আকাশস্থ গ্রহ নক্ষত্রাদির অবস্থা বুঝিতে পারি; আমাকে আবার ফাঁকি দিবি; যাহা হউক, ভাল যাচিলি; রাত্রি থাকিতে আমার নিকটে আসিয়া অনুশোচনা পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা না করিলে তোদের কি গতি হইবে বুঝিতে পারি না। এইক্ষণে যে সকল ধন চুরি করিয়াছিস্, সকল ফিরিয়া দে, এখনই সেই চল্লীশ টা সিন্দুক অবিকল আনিয়া রাজার বাগানের প্রাচীরের এক হস্ত নীচে গর্ত্ত খুলিয়া পুঁতিয়া রাখ, তবে প্রাণ রক্ষা হইবেক নচেৎ সবংশে তোমাদের ধ্বংস হইবে; ইহা নিবারণ করে এমন কাহকেও দেখি না।"

চোরেরা তদাজ্ঞা স্বীকার করিয়া প্রস্থান করিলে পর, ক্ষণ কাল বিলম্বে এক জন রাজ দূত অহমদকে লইয়া যাইতে উপস্থিত হইলে সে স্ত্রীকে চোরদিগের বৃত্তান্ত কিছুই না কহিয়া কেবল "জন্মের মত বিদায় হই" বলিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল ও সেতারা পুনঃ পুনঃ "ভয় কি ভয় কি" বলিয়া সাহস দিতে লাগিল। অহমদ্ পরমানন্দে রাজ সন্নিধানে উপস্থিত

হইবা মাত্র রাজা তাহার প্রফুল্ল বদন দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন “কহ অহমদ্, অদ্য তোমার মন আমোদিত দেখিতেছি, আমার ধন বাহির করিতে পারিয়াছ কি না?” অহমদ্ উত্তর করিল “মহারাজ! ধন চাহেন, কি ধন শোষক চাহেন; আমি গণনা করে এক বই দুই কদাচ দিতে সমর্থ নহি।” রাজা চোরগণকে শাস্তি দিতে না পারিবার হেতু কিছু ক্ষুব্ধ হইয়া কহিলেন “একান্ত দুই দেওয়া যদি তোমার পক্ষে কঠিন হয়, তাহা হইলে ধনই দেও।” এই কথায় অহমদ্ রাজাকে মার্জ্জনা করণের দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ করিয়া “মহারাজ! আপনি আমার সঙ্গে আসুন, ধন দেখাইয়া দিতেছি”—বলিয়া রাজাকে সঙ্গে লইয়া অগ্রসর হইল। সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তি তদাশ্চর্য্য দেখিবার মানসে তৎ পশ্চাৎ চলিল। অহমদ্ সেই বাগানের প্রাচীরের নিকটে দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে কিছু মনে মনে পাঠ করিতে লাগিল, তাহাতে দর্শকেরা বুঝিলেন, এ কোন ঐন্দ্রজালিক মন্ত্র পাঠ করিতেছে। পরে সে সেই স্থান খনন করিতে লোকদিগকে

আদেশ করিলে পর তাহারা খনন করিতে ২ সেই সকল সিন্দুক পাইল। রাজা বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন ও তাহাকে বিশেষ বিজ্ঞ জানিয়া তাঁ-হার এক মাত্র নন্দিনী, রাজ নন্দিনীকে অহমদের সহিত বিবাহ দিলেন। অহমদ্ তাঁহার লাবণ্যে মোহিত হইয়া পূর্ব্ব প্রণয়িনীর প্রীতিতে জলা-ঞ্জলি দিয়া সেই রাজকন্যা লইয়াই পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিল। সেতারা স্বামী-চ্যুতা হইয়া কিসে অহমদের বিনাশ হয়, এই চেষ্টাতেই ফিরিতে লাগিল।

এক ভক্ত-মাতালের কথা শুনা আছে, তাহাও বলা যাইতেছে।

(ঐ মাতালের নাম সিংহ।)

বাটীতে পূজা হইবে, ষষ্ঠীর রাত্রে উঠিয়া প্রতিমার নিকটে যাইয়া কোপেতে পরিপূর্ণ হই-লেন; সিংহকে বলিলেন, আরে বেটা সিংহ, তুই নকল সিংহ, আমি আসল সিংহ, তুই বেটা-দের পদ তলে কেন?" এই বলিয়া সিংহকে

ভাঙ্গিয়া আপনি চাদর মুড়ি দিয়া সিংহ হইলেন।

প্রাতঃকালে পুরোহিত আসিয়া দেখিলেন বাটীর কর্ত্তা সিংহ হইয়া রহিয়াছেন! তিনি ব্যস্তে ব্যস্তে বলিলেন, "মহাশয় ওখানে কেন—মহাশয় ওখানে কেন?" কর্ত্তার নেসা ছুটিয়াছিল, সে স্থান হইতে আস্তে আস্তে উঠিয়া অধোমুখে বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন। গুরু পুরোহিত সকলে বলিতে লাগিল, "কর্ত্তা বড় ভক্ত, না হবে কেন, সিদ্ধ বংশ।"

কখনও উপপতির আকাঙ্ক্ষা করে না, আর যাহার
স্ত্রী ভ্রষ্টাচারিণী এবং কুচরিত্রা হয় তাহার পতি
রূপে রতিপতি, জ্ঞানে বৃহস্পতি এবং বিক্রমে ও
প্রতাপে লঙ্কাধিপতি তুল্য হইলেও সে পরকান্তের
প্রতি আসক্তি করে। আমি এতদ্বিষয়ে এক উদাহ-
রণ কহিতেছি অবধান পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

একদৈব নিবিড়ারণ্য মধ্যে জনেক পথিক
এক ভয়ঙ্কর মাতঙ্গ ভ্রমণ করিতে দেখিয়া প্রাণ
ভয়ে নিকটস্থ কোন বৃক্ষোপরি আরোহণ করিল।
হস্তিও দৈবযোগে দ্রুতগতিতে সে স্থানে আসিয়া
উক্ত পাদপতলে পৃষ্ঠ হইতে একটা পেটিকা রা-
খিয়া আহারান্বেষণে কাননোপান্তে গমন
করিল। ইত্যবসরে বৃক্ষারোহিব্যক্তি হঠাৎ [illegible]
পেটিকাভ্যন্তরে এক সুবর্ণা যুবতীকে দেখিতে
পাইয়া ক্রমে ক্রমে ভূরুহ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক
তাহার সহিত অনুষঙ্গ করণাভিপ্রায়ে রসপ্রসঙ্গে
নানা আলাপ করিতে লাগিল। নাগরাভিলাষিণী
সেই বারবিলাসিনী তদীয় অন্বেষণায় সম্মতা হই-
য়া তখনই এক শত দৃঢ়বন্ধনযুক্ত এক রজ্জুতে
আর একটা বন্ধন বৃদ্ধি করিয়া দিল। তদ্দর্শনে ঐ
বিড়গ পান্থ তৎপ্রতি কারণ জিজ্ঞাসিলে সে উত্তর
করিল। ক্ষণকালাগ্রে যে গজকে বনে প্রবেশ